উলাইকা আবাঈ

পূর্বসূরিদের বর্ণাঢ্য জীবন ও ইল্মী অবদান

লাজনাতুন নাশর ওয়াত তালীফ ওয়াত তারজামা
-এর লেখকবৃন্দ

সংযোজন ও সম্পাদনা
আবু রাফআন সিরাজ
উস্তাদ, উলুমুল হাদীস বিভাগ
আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানীনগর, ঢাকা

মাকতাবাতুল আসলাফ

সূচীপত্র

ভূমিকা ১২

ইবনু দাকীকিল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ (৬২৫-৭০২ হি.)

নাম, পিতা-মাতা ১৫
বরকতময় জন্ম ১৬
উস্তাদবৃন্দ ১৭
ইবাদাত ও ইলম অর্জনে তার নিমগ্নতা ১৮
অধ্যাপনা ১৯
বহু শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন ও আহলে ইলমের মুখে তার প্রশংসা ২০
তিনি ছিলেন যুগের মুজাদ্দিদ ২৫
তিনি ছিলেন মুজতাহিদ ২৫
ইবনু দাকীকিল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ'র জীবনের কিছু শিক্ষণীয় দিক ... ২৬
তার আকীদা ৩৩
তার রচনাবলি ৩৪
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ৩৫
الإلمام بأحاديث الأحكام ৩৭
شرح الإلمام ৩৮
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ৩৯
মৃত্যু ৪১

তাকীউদ্দীন সুবকী রাহিমাহুল্লাহ (৬৮৩-৭৫৬ হি.)

পূর্ণনাম ও বংশ ৪৩
ইলম অর্জন ও সম্মানিত উস্তাদগণ ৪৪
ইলম অর্জনে নিমগ্নতা ৪৫

ইলমী গভীরতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন ৪৬
অধ্যাপনা ৪৭
প্রসিদ্ধ শাগরিদবৃন্দ ৪৮
ইমামগণের মুখে তার প্রশংসা ৪৯
কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য ৫৪
তার রচনাবলি ৫৭
تكملة المجموع شرح المهذب ৫৭
الابتهاج في شرح المنهاج ৫৮
السيف المسلول على من سب الرسول ৫৮
شفاء السقام في زيارة خير الأنام ৫৯
التحقيق فى مسألة التعليق এবং رفع الشقاق في مسألة الطلاق ... ৬০
التحبير المذهب في تحرير المذهب ৬০
الإبهاج في شرح المنهاج ৬০
মৃত্যু ৬১

আলাউদ্দীন মুগলতাই রাহিমাহুল্লাহ (৬৮৯ - ৭৬২ হি.)

নাম ৬২
জন্ম ও পারিবারিক অবস্থা ৬২
ইলম অর্জন ৬৩
উলামায়ে কেরামের প্রশংসা ৬৩
অধ্যবসায় ৬৬
একটি অনন্য গুণ ৬৭
আসাতিযা ৬৭
ছাত্র ৬৮
মাযহাব ৬৯
অধ্যাপনা ৬৯
আপত্তি ৬৯
কিতাব সংগ্রহ ৭০

লেখক ইমাম মুগলতাই ৭১
الإنابة ৭৩
حاشية على أسد الغابة ৭৫
إصلاح كتاب ابن الصلاح ৭৮
إكمال تهذيب الكمال ৭৯
الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء ৮২
التلويح إلى شرح الجامع الصحيح ৮৪
الإعلام بسنته عليه السلام / شرح سنن ابن ماجه ৮৫
الزهر الباسم في سير أبي القاسم ৮৯
الإشارة ৯০
মৃত্যু ৯২

ইমাম শাতিবী রাহিমাহুল্লাহ (৭৯০ হি.)

নাম ৯৩
বংশ ৯৩
জন্ম ৯৩
ইলমী পরিবেশে বেড়ে ওঠা ৯৪
উস্তাদবৃন্দ ৯৫
আহলে ইলমদের প্রশংসা ৯৭
মাযহাব ১০০
ছাত্র ১০০
কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ১০১
তার রচনাবলি ১০৪
الاعتصام ১০৪
الموافقات ১০৯
الإفادات و الإنشادات ১১৪
شرح ألفية ابن مالك ১১৬
كتاب المجالس ১২২

فتاوى الإمام الشاطبي ১২২
عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق ১২২
أصول النحو ১২২
মৃত্যু ১২৩

কুতবুদ্দীন হালাবী রাহিমাহুল্লাহ (৬৬৪-৭৩৫ হি.)

তার পূর্ণ নাম, উপাধি ও বংশ ১২৪
জন্ম ও বেড়ে ওঠা ১২৪
ইলম অর্জনের জন্য সফর ও সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরাম ১২৫
ইমামগণের মুখে তার প্রশংসা ১২৭
ছাত্রবৃন্দ ১৩৪
মাযহাব ১৩৫
সামাজিক অবস্থান ১৩৫
তার রচিত গ্রন্থসমূহ ১৩৫
المورد العذب الهني في الكلام على السيرة للحافظ عبد الغني ১৩৬
الاهتمام بتلخيص كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام ১৩৭
البدر المنير الساري في الكلام على صحيح البخاري ১৩৮
المشيخة ১৩৯
تاريخ مصر ১৩৯
القدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى ১৪১
মৃত্যু ১৪১

বদরুদ্দীন যারকাশী রাহিমাহুল্লাহ (৭৪৫-৭৯৪ হি.)

শৈশব ১৪২
উস্তাদ ও শাগরিদ ১৪৩
ইলম অর্জনে নিমগ্নতা ১৪৩
অল্প বয়সে ইলমী পরিপক্কতা ১৪৫
আহলে ইলমের মূল্যায়ন ১৪৫

রচনাবলি ১৪৬
الفصيح في شرح صحيح البخاري ১৪৮
التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ১৪৯
النكت على العمدة في الأحكام ১৫০
الذَّهب الإبريز في تخريج أحاديث الرافعي المسمى فتح العزيز ...১৫০
المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ১৫১
التذكرة في الأحاديث المشهورة ১৫১
النُّكت على مقدمة ابن الصلاح ১৫২
الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ১৫৩
الديباج في توضيح المنهاج ১৫৫
السراج الوهاج تكملة كافي المحتاج إلى شرح المنهاج للإسنوي ...১৫৫
خادم الرافعي والروضة ১৫৬
خبايا الزوايا ১৫৭
إعلام الساجد بأحكام المساجد ১৫৮
البحر المحيط في أصول الفقه ১৫৯
تشنيف المسامع بجمع الجوامع ১৬০
سلاسل الذهب ১৬১
المنثور في القواعد الفقهي ১৬২
لقطة العجلان، وبلة الظمآن ১৬৩
عقود الجمان على وفيات الأعيان ১৬৩
মৃত্যু ১৬৪

ইবনু রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ (৭৩৬-৭৯৫ হি.)

নাম ১৬৫
জন্ম ও বংশ পরিচিতি ১৬৬
ইলমী পরিবেশে বেড়ে ওঠা ও ইলম অর্জন করা ১৬৭
ইলমী রিহলা ১৬৯
উস্তাদবৃন্দ ১৭০

জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক ১৭৩
তিনি ছিলেন হাফিযে হাদীস ও বড় ফকীহ ১৭৩
ছাত্র ১৭৫
আকীদা ১৭৬
রচনাবালী ১৭৭
شرح علل الترمذي ১৭৭
شرح جامع الترمذي ১৭৮
فتح الباري بشرح صحيح البخاري ১৭৯
جامع العلوم والحكم ১৭৯
لطائف المعارف ১৮০
কিছু রিসালাহ ১৮০
القواعد الفقهية ১৮১
الاستخراج في أحكام الخراج ১৮২
كتاب أحكام الخواتيم وما يتعلق بها ১৮২
الذيل على طبقات الحنابلة ১৮২
মৃত্যু ১৮২

ইমাম আবুল কাসিম সুহাইলী রাহিমাহুল্লাহ (৫০৮-৫৮১ হি.)

পূর্ণ নাম ১৮৪
জন্ম ও ইলম অর্জনের সূচনা ১৮৫
ইলমী নিমগ্নতা ১৮৫
মাশাইখ ১৮৬
শিষ্য ১৮৭
মাযহাব ১৮৮
বহু শাস্ত্রে দক্ষতা ১৮৮
ধীশক্তি ১৮৯
আহলে ইলমের প্রশংসা ১৮৯
তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতা ১৯০

আত্মবিশ্বাস ১৯১
আত্মপ্রচার বিমুখতা ১৯১
ইলমী আমানাত ১৯২
রচনাবলি ১৯২
الروض الأنف والمشرع الروي في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة واحتوى ১৯৩
كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية ১৯৬
التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام ১৯৬
أمالي السهيلي أبي القاسم عبد الرحمن ১৯৮
نتائج الفكر في النحو ১৯৯
মৃত্যু ২০৩

ইমাম মাযিরী রাহিমাহুল্লাহ (৪৫৩-৫৩৬ হি.)

জন্মগ্রহণ ও শৈশব ২০৪
উস্তাদ ও শাগরিদ ২০৫
আহলে ইলমের প্রশংসা ২০৬
রচনাবলি ২১০
المعلم بفوائد كتاب مسلم ২১১
شرح التلقين ২১৩
إيضاح المحصول من برهان الأصول ২১৫
الكشف والإنباء عن المترجم بالإحياء ২১৬
মৃত্যু ২১৯

ইবনু দাকীকিল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ

(৬২৫-৭০২ হি.)

—আবু রাফআন সিরাজ

১৪০০ বছরের ইতিহাসে আমরা অনেক বড় বড় ব্যক্তিকে পেয়েছি যারা ছিলেন পৃথিবীর গর্ব ও উম্মাহর রত্ন। যাদের অমর কীর্তিতে সজ্জিত হয়ে আছে ইতিহাসের পাতাগুলো। আজও যখন ইতিহাসের অলি-গলিতে কেউ বিচরণ করে তখন তাদের কর্মের সুবাসে সে মোহিত হয়। তাদের নুরের আভায় হৃদয় তার আলোকিত হয়।

হাজারো লক্ষ মহামানবের এই নুরানী কাফেলায় হাতেগোণা কিছু মনীষী এমন আছেন যারা সময় কাল পেরিয়ে আজও অন্তরের মণিকোঠায় জীবিত হয়ে আছেন। ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে উম্মাহর তৃষ্ণার্তদের আজও তারা পিপাসা নিবারণ করছেন। আঁধারে নিমজ্জিতদের আলো বিতরণ করছেন। পথ ভোলাদের সঠিক পথের দিশা দিচ্ছেন।

নুরানী কাফেলার সেই বিশেষ ব্যক্তিদের একজন হলেন ইবনু দাকীকিল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ।

নাম, পিতা-মাতা

তার পূর্ণ নাম, আবুল ফাতহ তাকীউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আলী বিন ওয়াহব বিন মুতী আলকুশাইরী আসসঈদী আলমিসরী।

তার দাদার আব্বা মুতী এর লকব ছিল দাকীকুল ঈদ। দাকীকুল ঈদ মানে ঈদের আটা। একবার ঈদে তিনি অনেক ফর্সা জামা পরে বের হয়েছিলেন। তখন কেউ তাকে বলেছিল, দাকীকুল ঈদ (ঈদের আটা)। ঐ সময় থেকে তার উপাধী হয়ে যায় দাকীকুল ঈদ। আর তার ছেলে-নাতীরা হয়ে যায় ইবনু দাকীকিল ঈদ। (*আত তলিউস সাঈদ আল জামে লিআসমাইল ফুজালা ওয়ার রুওয়াত বিআলাস সঈদ* : ৪৩৫)

কারও কারও মতে এই ঘটনাটি ঘটেছে তার দাদা ওয়াহাবের সাথে (*তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ লি ইবনু কাযী শুহবা* : ২/২৫)।

তার আব্বা আলী বিন ওয়াহাব বিন মুতী মাজদুদ্দীন ইবনু দাকীকিল ঈদ নামে মাশহুর ছিলেন। তিনি অনেক বড় মাপের বিদগ্ধ আলিম ছিলেন। মালিকী ও শাফিয়ী উভয় মাযহাবে পারদর্শী ছিলেন। উভয় মাযহাবের তালিবে ইলমরা তার কাছে পড়ার জন্য আসত। তিনি ইমাম রাযী রাহিমাহুল্লাহ'র *মাহসূলের* মত কঠিন কিতাবের একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত রূপ তৈরি করেছিলেন। কাইরুওয়ানীর *যাহরুল আদাব* সাহিত্যের মৌলিক কিতাবের অর্ন্তভুক্ত, যা বড় বড় চার খণ্ডে ছেপেছে। এই কিতাবটি আদ্যপ্রান্ত তার পূর্ণ মুখস্থ ছিল। শীআদের রদে তার ভাল খিদমাত ছিল। তার মাধ্যমেই মিসরের কুস এলাকা শীআ প্রভাব মুক্ত হয়। তিনি অনেক বড় আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। মানুষের প্রয়োজন পূরণে অনেক চেষ্টা করতেন। একবার তার কাছে ছেঁড়া, জীর্ণ কাপড়ে এক লোক আসলো। তিনি দয়াপরবশ হয়ে নিজের কাপড় খুলে ওই লোককে দিয়ে দিলেন। অথচ তখন তার ওই কাপড় ছাড়া ভাল আর কোনো কাপড় ছিল না।

একবার পণ্যের দাম অনেক বেড়ে গেল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, অধিকাংশ মানুষ খাবারের জন্য সামান্য সবজি ছাড়া কিছুই পেত না। একথা শুনে তিনি রুটি খাওয়া বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন, 'মানুষ যা খায় আমি তাই খাব।' এর পর থেকে তিনি সবজিই খেতে থাকলেন। যখন রুটি সকলের জন্য সহজলভ্য হলো তখন তিনি রুটি মুখে নিলেন। (*তারীখুল ইসলাম*, যাহাবী : ১৫/১৪৪, *আত তলিউস সাঈদ* : ৪২৪-৪৩৫)

তার আম্মা ছিলেন শাফিয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আবুল ইয মুজাফফার বিন আবদুল্লাহ তাকীউদ্দীন আল মুকতারাহ (৬১২ হি.) এর কন্যা। তাই ইবনু দাকীকিল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ'র বাবা যেমন ছিলেন বড় আলিম তেমন আম্মাও ছিলেন বড় আলিমের কন্যা। এই জন্য কামালুদ্দীন উদফুবী বলেছেন—

فأصلاه كريمان وأبواه عظيمان (الطالع السعيد: صـ٣٩٠)

বরকতময় জন্ম

আলিম ও বুযুর্গ বাবা-মায়ের চিন্তা তো আর সাধারণ বাবা মায়ের মত হয় না। তাই ইবনু দাকীকিল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ'র বাবা মায়ের চিন্তাও ছিল ব্যতিক্রম ধর্মী। তার জীবনীকারগণ লিখেছেন, উনি যখন গর্ভে আসেন তখন তার বাবা

মা হজ্জের সফরে বের হন, যাতে তাকে নিয়ে তারা হজ করতে পারেন এবং তার জীবনের শুরুর সময়গুলো হয় রাহমাত ও বারাকাতে পূর্ণ। বাইতুল্লাহর হাজীদের লাব্বাইক ধ্বনিতে তার কর্ণ হয় গুঞ্জরিত এবং মাদীনার সুমিষ্ট বাতাসে তার হৃদয় হয় সিক্ত।

তিনি সফর অবস্থায় উত্তাল সমুদ্রের বুকে ৬২৫ হিজরীর শাবান মাসের ২৫ তারিখ শনিবার জন্ম গ্রহণ করেন। মক্কায় পৌঁছে তার পিতা তাকে কোলে নিয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন আর দুআ করেন—'আল্লাহ, আপনি তাকে আলিম বানিয়ে দিন এবং আমলকারী হিসেবে কবুল করেন।' (*আত তলিউস সাঈদ* : ৫৭০-৫৭১, *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতুল কুবরা* : ৯/২০৯, *আলমুকাফফাল কাবীর* : ৬/১৯৬, *আলইকদুল মুযহাব ফী হামালাতিল মাযহাব* : ১৭৫)

উস্তাদবৃন্দ

পিতার কাছেই তার পড়াশোনার সূচনা হয়। কুরআনে কারীম, ফিকহে মালিকী ও উসূলে ফিকহ তার কাছেই পড়েন। তার থেকে হাদীসও শ্রবণ করেন। তারপর বাহাউদ্দীন কিফতী (৬৯৭ হি.) রাহিমাহুল্লাহ'র কাছে ফিকহে শাফিয়ী পাঠ করেন। কুসের অন্যান্য আলিম থেকেও তিনি বিভিন্ন বিষয় যেমন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা নেন। (*আত তলিউস সাঈদ* : ৫৭২)

তারপর কায়রোতে সফর করেন। সেখানে তিনি সুলতানুল উলামা ইযযুদ্দীন ইবনু আবদুস সালাম (৬৬০ হি.) রাহিমাহুল্লাহ'র সান্নিধ্যে আসেন এবং তার ইলমের সরোবরে অবগাহন করেন। নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে সমৃদ্ধ করেন। তিনিই ইযযুদ্দীন ইবনু আবদুস সালাম (৬৬০ হি.) রাহিমাহুল্লাহকে সুলতানুল উলামা লকব দিয়েছিলেন এবং সকলেই তা গ্রহণ করে নিয়েছিল। উস্তাদও তার ছাত্রটিকে ভালই চিনেছিলেন। তাই মন্তব্য করেছিলেন, 'মিশর দুইজনকে নিয়ে গর্ব করতে পারে। একজন ইবনু দাকীকিল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ আরেকজন ইবনুল মুনাইয়্যির (৬৮৩ হি.)।' (*তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ লিল ইসনাবী* : ২/১৯৮, *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ লি ইবনু কাযী শুহবা* : ২/২৩০, *হুসনুল মুহাযারা* : ১/৩১৫,৩১৬)

কায়রোতে তিনি বড় বড় মুহাদ্দিসগণের সাক্ষাৎ পান। দামেশকেও তিনি হাদীস শ্রবণের জন্য সফর করেন। অনেক শাইখ থেকে হাদীস শোনেন। যাদের মধ্যে ইমাম মুনযিরী, রশীদুদ্দীন আত্তার ও আহমাদ ইবনু আবদি দায়িম রাহিমাহুমুল্লাহ অন্যতম। (*তাযকিরাতুল হুফ্ফায* : ৪/১৮২)

ইবাদাত ও ইলম অর্জনে তার নিমগ্নতা

তাজুদ্দীন সুবকী (৭৭১ হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেন : রাতে তার নিয়মিত ইলম অর্জন ও ইবাদাতে মগ্ন থাকার বিষয়টি ছিল খুবই আশ্চর্যের। কখনো সারা রাত মুতালাআয় কাটিয়ে দিতেন। এক রাতেই এক দুই খণ্ড পড়ে ফেলতেন। কখনও এক আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে ফজর হয়ে যেত। (*তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতুল কুবরা* : ৯/২১১)

ইবনুল কিন্নানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : একবার সকালে তার সাক্ষাতে গেলে আমাকে একটি কিতাব দিয়ে বললেন, গতকাল রাতে এই কিতাবটি পড়ে শেষ করলাম। কামালুদ্দীন উদফুবী (৭৪৮ হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : আমি কুসের নাজীবা মাদরাসার মাকতাবাতে রক্ষিত ইবনুল কাসসারের *উয়ুনুল আদিল্লা* কিতাবের ৩০ খণ্ডে তার মুতালাআর চিহ্ন দেখেছি। এমনিভাবে বাইহাকীর *আসসুনানুল কুবরা* (১০ খণ্ড), *তারীখে বাগদাদ* (১৪ খণ্ড), *আল মুজামুল কাবীর* (২৫ খণ্ড), *আলবাসীত ফিত তাফসীর* (২৪ খণ্ড) এর প্রত্যেক খণ্ডে তার মুতালাআর চিহ্ন পেয়েছি। তিনি রাফিয়ীর *আশশারহুল কাবীর* (১২ খণ্ড) বিক্রয়ের কথা শুনে সাথে সাথে বাজারে যান এবং ১০০০ দিরহাম দিয়ে ক্রয় করেন। তারপর শুধু ফরজ নামাযটাই পড়তেন। বাকি সকল কাজ রেখে সারাদিন মুতালাআ করতেন। এভাবে *আশশারহুল কাবীর* মুতালাআ শেষ করেন। বলা হয়, তিনি ফাজিলিয়্যা মাদরাসার সব কিতাব মুতালাআ করেছেন। (*আত তলিউস সাঈদ* : ৫৮০)

শারাফুদ্দীন মুহাম্মাদ আস সহিব বলেছেন : ইবনু দাকীকিল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ মিসরে আমাদের বাড়িতেই বেশি সময় অবস্থান করতেন। রাতে দেখতাম হয়ত নামায পড়ছেন অথবা বাড়ীর আশেপাশে কিছু চিন্তা করতে করতে হাটঁছেন। এভাবে ফজর হয়ে যেত। তারপর নামায পড়ে ফর্সা হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘুমাতেন। মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ শিহাবুদ্দীন করাফী (৬৮৪ হি.) বলেছেন : ইবনু দাকীকিল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ ৪০ বছর রাতে ঘুমাননি। শুধু ফজরের পর ফর্সা হওয়া পর্যন্ত কিছু সময় ঘুমাতেন। (*আদদুরারুল কামিনা* : ৫/৩৫১)

এক রাতে إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم এই আয়াত পড়তে পড়তে কাটিয়ে দিয়েছেন। (*আত তলিউস সাঈদ* : ৫৭৯; *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতুল কুবরা* : ৯/২০৭)

কুতবুদ্দীন হালাবী (৭৩৫ হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : তিনি প্রচণ্ড খোদাভীরু ছিলেন। সর্বদা যিকিরে থাকতেন। খুব কমই রাতে ঘুমাতেন। মুতালাআ, তিলাওয়াত, যিকির আর তাহাজ্জুদে রাত কাটিয়ে দিতেন। তার পুরোটা সময় কাজে পূর্ণ থাকত। তার সময়ে তার মত কাউকে দেখা যায়নি। (*তাযকিরাতুল হুফ্ফায* : ৪/১৮২; *আল ওয়াফী বিল ওফায়াত* : ৪/১৩৮)

তার সহপাঠী আবুল আব্বাস গুমারী একবার তাকে অলস অবস্থায় দেখলেন। এতে তিনি খুবই আশ্চর্য হলেন। কারণ তিনি তাকে সব সময় কর্মব্যস্ত ও উদ্যমী দেখেছেন। তাই জিজ্ঞাসা করলেন : 'কী হয়েছে?' তিনি বললেন : 'কেন এমনটি হচ্ছে তা বুঝে আসছে না। তবে গতকাল এশার নামায উযরের কারণে সময় চলে যাওয়ার পরে পড়েছি। তাই মনে হয় এমনটা হচ্ছে।' *(মিলউল আইবা* : ৩/২৬৫,২৬৬)

অধ্যাপনা

তিনি মিসরের মাদরাসায় ফাজিলিয়া, মাদরাসায় কামিলিয়া, মাদরাসায় সালাহিয়া, মাদরাসায়ে নাসিরিয়া, মাদরাসায়ে নাজীবিয়া সহ আরও কয়েকটি মাদরাসায় হাদীস, ফিকহে শাফিয়ী, ফিকহে মালিকী, উসুলে ফিকহ, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে দরস দিয়েছেন। ইবনুর রিফআ (৭১০ হি.), ইবনু সাইয়্যিদিন্নাস (৭৩৪ হি.), মিযযী (৭৪২ হি.), যাহাবী (৭৪৮ হি.), আবু হাইয়্যান (৭৪৫ হি.), ইবনু রুশাইদ (৭২১ হি.), কুতবুদ্দীন হালাবী (৭৩৫ হি.) , ইবনুল আখনাঈ (৭৫০ হি.), আলাউদ্দীন কুনাবী (৭২৯ হি.) এর মত বড় বড় ইমাম তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। (*মিলউল আইবা* : ৩/২৪৫-২৫৯; *আত তলিউস সাঈদ* : ৫৭২, ৫৯৭; *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ লিল ইসনাবী* : ২/২২৯; *আলমুকাফফাল কাবীর* : ৬/১৯৮)

ইহকামুল আহকাম কিতাবটি মূলত *উমদাতুল আহকাম* কিতাবের উপর উনার দরসের আলোচনার সমষ্টি। সামনের আলোচনায় দেখব, এই কিতাবটি কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোচনা ও কত জটিল বিষয়ের সমাধানে ভরপুর। কামালুদ্দীন আদফুবী রাহিমাহুল্লাহ (৭৪৮ হি) বলেছেন : 'কুসের জামে মসজিদের মাকতাবায় আমি তার কয়েকটি ইলমী মজলিস লিখিত পেয়েছি যা ছিল ইলমী ফাওয়াদে ভরপুর।' শামসুদ্দীন ফুব্বীর তার *ইলমাম* কিতাবের দরসে বসতেন। তিনি যা বলতেন ফুব্বী তা লিখতেন। আর সেটাই পরবর্তীতে *শরহুল ইলমাম* হিসাবে আমাদের সামনে এসেছে। (*আত তলিউস সাঈদ* : ৫৮১)

সুবহানাল্লাহ! এ থেকে বুঝা যায়, তার দরস কতটা শানদার ছিল।

বহু শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন ও আহলে ইলমের মুখে তার প্রশংসা

তার ব্যাপারে যুগের হাদীস, ফিক্‌হ, উসুলে ফিকহ ও আরবী সাহিত্যের ইমামদের এত এত প্রশংসা বাণী পাওয়া যায় যা ইতিহাসের অন্য কারও ক্ষেত্রে খুব কমই পাওয়া যায়। প্রশংসা বাণীগুলোও এত উঁচুমানের যে আমাদের পক্ষে তার যথার্থ বাংলা অনুবাদ প্রায় অসম্ভব। তাই উচিত ছিল আরবীতে তাদের হুবহু বক্তব্য উল্লেখ করা ও অনুবাদ না করা। কিন্তু যে সকল ভাইয়েরা আরবী বুঝেন না তাদের মাহরুমীর কথা ভেবে কিছু বক্তব্যের ভাবানুবাদ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। দীর্ঘ হয়ে যাবে বিধায় আরবী কথাগুলো উল্লেখ করিনি। যারা আরবী জানেন তারা অবশ্যই আরবী বক্তব্যগুলো দেখে নেবেন। বক্তব্যগুলো পড়ার পর নিশ্চিত আপনার মনে হবে তার প্রশংসায় কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়েছে। কিন্তু আপনি যদি প্রশংসাকারীদের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন তারা ছিলেন বাড়াবাড়ি থেকে অনেক দূরের মানুষ। তারা তার ব্যাপারে যা বলেছেন তা সত্য বিধায় বলেছেন।

আসুন, কিছু বক্তব্যের সার সংক্ষেপ শুনি :

- ইবনু রুশাইদ রাহিমাহুল্লাহ (৭২১ হি.) বলেছেন : তিনি ছিলেন হাফিযে হাদীস। ইসলাম ও মুসলিম জাতির মুফতি। আলিমদের গর্ব। তার মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামের অনেক খিদমাত নিয়েছেন এবং শরীয়াতের আহকাম সুদৃঢ় করেছেন। হাদীসের ব্যাখ্যা ও তার থেকে বিধান উদ্ভাবনে তিনি ছিলেন অন্যতম। (*মিলউল আইবা* : ৩/২৫৯, ৫/৩২৫)
- আবু হাইয়্যান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : 'তিনি ছিলেন হাফিযে হাদীস ও ফকীহ। মজবুত দীনদারী ও যবান হিফাযাতের সাথে সাথে তার মতো এত বেশি উলূম ও ফুনুনের অধিকারী আমি আর কাউকে দেখিনি।' (*মিলউল আইবা* : ৩/২৪৫-২৬৫)
- কাসিম আত তুজীবী (৭৩০ হি.) বলেছেন : 'তিনি ফিকহ, হাদীসের সনদ ও মতনের জ্ঞানে সবার থেকে এগিয়ে ছিলেন। সকলেই ছিল তার প্রশংসায় একমত। আমি অনেকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। বিদ্যা-বুদ্ধিতে তার মতো বা কাছাকাছি কাউকেই দেখিনি। প্রত্যেককে যেমন শুনেছি তার চেয়ে কম পেয়েছি। তবে উনি ছিলেন এর ব্যতিক্রম। ইলমের

অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে তার গাম্ভির্যতা ও খোদাভীতিও ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের।' (*মুসতাফাদুর রিহলা* : ১৬)

- ইবনু সাইয়্যিদুন্নাস রাহিমাহুল্লাহ (৭৩৪ হি.) বলেছেন : 'আমি যাদের দেখেছি তাদের মধ্যে তার মত কাউকে দেখিনি। তিনি ছিলেন ইলমের সফল ধারক। সকল শাস্ত্রে দক্ষ। ইলালুল হাদীস শাস্ত্রে তিনি ছিলেন সকলের অগ্রগামী। তার সময়ে তিনি ছিলেন এই বিষয়ের একক ব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে তার দৃষ্টি ছিল সূক্ষ্ম এবং মতামত ছিল সঠিক ও যথাযথ। কুরআন সুন্নাহ থেকে আহকাম ইসতিমবাত ও সূক্ষ অর্থ ও মর্ম উদ্ধারে তার ছিল এক যাদুময়ী শক্তি। অন্যান্য ইলমে পারদর্শী থাকায় এই ক্ষেত্রে তিনি এমন এমন দ্বার উম্মোচন করেছেন যা অন্যদের জন্য ছিল বন্ধ। সাহিত্যেও তার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। এমনকি তার যুগের সাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তি শিহাবুদ্দীন মাহমুদ আলকাতিব বলেছেন : "আমি তার থেকে বড় সাহিত্যিক কাউকে দেখিনি।"' (*আত তলিউস সাঈদ* : ৫৭০, *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতুল কুবরা* : ৯/২০৯)

- কামালুদ্দীন আদফুবী রাহিমাহুল্লাহ (৭৪৮ হি) বলেছেন : 'তিনি বড় বড় আলিমদেরও আলিম। জাহিলী ও ইসলামী যুগের ইলম সমূহের ধারক। মাসআলা উদঘাটনে তার ছিল সুবিশাল যোগ্যতা। তার কাছে ছিল প্রত্যেক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের প্রশান্তিদায়ক উত্তর। বাগ্মীতাপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন অনর্গল ভাবে। যখন লিখতেন তখন মনে হতো মনের ভাব অনুযায়ী কলমের কাছে শব্দরা ধরা দিচ্ছে। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রগামী। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন কখনও তাকে ইলম থেকে দূরে সরাতে পারেনি। ইলমের পরশে কত শত রজনী তার বিনিদ্র কেটেছে। তাকওয়া ও তাহকীকের ক্ষেত্রে তিনি এমন অবস্থানে পৌঁছেন যা তার যুগের অন্য কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। এত গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কোনো অহমিকা ছিল না। কখনও কারও উপর গর্ব করতেন না। এজন্য এক বড় ব্যক্তি বলেছিলেন— "ইলম, আমল ও স্বচ্ছতায় গত ১০০ বছরে তার মত কাউকে দেখা যায়নি।" একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, তার মুতালাআর পরিধী এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, তার কিতাবাদিতে এমন অনেক উদ্ধৃতি পাওয়া যায় যা অনেক বড় বড় বিস্তারিত কিতাবেও পাওয়া যায় না।' (*আত তলিউস সাঈদ* : ৫৬৮- ৫৬৯)

۞ ইবনু আবিল আসবাগ তার বাদী কিতাবে বলেছেন : 'জ্ঞান ও মেধায় যুগের কাউকে তার সমতুল্য দেখিনি। একবার আমি তাকে أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب এই আয়াতে নিহিত মুবালাগার কয়েকটি প্রকার বের করে দেখালাম। তার কয়েকদিন পর তার সাথে দেখা হলে তিনি আমাকে এই আয়াতে মুবালাগার চব্বিশটি প্রকার বের করে দেখালেন!' ইবনু আবিল আসবাগের মৃত্যুর পর আরও ৪০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। (*আদদুরারুল কামিনা* : ৫/৩৫২)

۞ বিরযালী রাহিমাহুল্লাহ (৭৩৯ হি.) বলেছেন : 'এ ব্যাপারে সকলে একমত যে তার ইলম ছিল অনেক বিস্তৃত ও বহুমুখী, স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর ও স্বচ্ছ, নিজেকে নিয়ে সদা মগ্ন থাকতেন, দীনদারীতে ছিলেন দৃঢ়, ইলাল ও রিজাল শাস্ত্রে ছিলেন প্রাজ্ঞ, উসুলে ফিকহ, আকীদা ইলমুল কালাম, ভাষা ও সাহিত্যে ছিলেন সকলের অগ্রগামী। শেষ বয়সে তিনিই ছিলেন যুগের একক ব্যক্তিত্ব।' (*আদদুরারুল কামিনা* : ৫/৩৪৯)

۞ ইবনুয যামালকানী রাহিমাহুল্লাহ (৭২৭ হি.) বলেছেন : 'তিনি ছিলেন যুগের সকল আলিমদের মুরুব্বী। ইলম, আমল, তাকওয়া ও দুনিয়া বিমুখতায় তার সময়ের অনেক আগে থেকেই তার মত কাউকে দেখা যায়নি। তিনি হাদীস, তাফসীর, উসুলে ফিকহ, আকীদা, ইলমুল কালাম, ভাষা ও সাহিত্য খুব ভাল জানতেন। তিনি ছিলেন শাফিয়ী ও মালিকী মাযহাবের মুহাক্কিক ব্যক্তি। সূক্ষ্মতা ও গভীরতার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ।' (*আদদুরারুল কামিনা* : ৫/৩৪৯)

۞ কুতবুদ্দীন হালাবী রাহিমাহুল্লাহ (৭৩৫ হি.) বলেছেন : 'তিনি ছিলেন তার সময়ের ইমাম। ইলম ও যুহুদে তিনি তার সমসাময়িকদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। ফিকহে শাফিয়ী ও মালিকী উভয় মাযহাবের পণ্ডিত ছিলেন। ইলমুল কালাম ও উসুলে ফিকহে তিনি ছিলেন ইমাম। হাদীসের হাফিয ছিলেন। উলুমুল হাদীসে তার দক্ষতা ছিল প্রবাদতুল্য।' (*তাযকিরাতুল হুফফায* : ১৪৮২, *আলমুকাফফা* : ৬/৩৭১, *তাবাকাতু উলামাউল হাদীস* : ৪/২৬৫)

۞ ইবনু আবদুল হাদী রাহিমাহুল্লাহ (৭৪৪ হি.) বলেছেন : 'তিনি ছিলেন ফকীহ, হাফিযে হাদীস। যুগের শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের একজন।' (*তাবাকাতু উলামাউল হাদীস* : ৪/২৬৫)

- যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ (৭৪৮ হি.) বলেছেন : 'তিনি ছিলেন ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে অগ্রপথিক ও বিরল ব্যক্তি। অত্যন্ত দীনদার ও খোদাভীরু।' (*ইবার* : ৪/৬, *আলমুজামুল মুখতাস বিল মুহাদ্দিসীন* : ৩১৪)

- তিনি আরও বলেছেন : 'তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের একজন। অনেক ইলমের অধিকারী। অনেক কিতাবের লেখক। সর্বদা ইলমের মধ্যে ব্যস্ত থাকতেন। ছিলেন শান্ত, গম্ভীর ও খোদাভীরু। তার মত ব্যক্তির দেখা মানুষ খুব কমই পেয়েছে। উসুলে ফিকহ, আকীদা ও ইলমুল কালামে তার বড় দক্ষতা ছিল। হাদীসের ইলাল বিষয়ে তার ভাল জানাশোনা ছিল।' (*তাযকিরাতুল হুফফায* : ১৪৮২)

- ইবনু শাকির আলকুতবী রাহিমাহুল্লাহ (৭৬৪ হি.) বলেছেন : 'তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস, ফকীহ, উসুলি, সাহিত্যিক, কবি ও নাহবী। অনেক মেধা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। শান্ত, গম্ভীর, ও স্বল্পভাষী। অত্যন্ত ধার্মিক, খোদাভীরু, ও পরহেযগার। মুতালাআ ও লেখালেখিতে নিয়মিত রাত্রী জাগরণকারী। মানুষ তার মত ব্যক্তি কমই দেখেছে।' (*ফাওয়াতুল ওফায়াত* : ৩/৪৪৩)

- সফাদী রাহিমাহুল্লাহ (৭৬৪ হি.) *আল ওয়াফী বিল ওফায়াত* (৪/১৩৮) কিতাবে এমনটি বলেছেন। তিনি তার আরেক কিতাব *আয়ানুল আসর* (৪/৫৭৭, ৫৯০) কিতাবে বলেছেন : 'তিনি ছিলেন মুফাসসির ও মুহাদ্দিস। এই দুই বিষয়ে তিনি সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ফকীহ ও উসুলি। আকীদায় ছিলেন আশআরী। ফিকহে মালিকী ও শাফিয়ী উভয় মাযহাবের মুহাক্কিক। সাথে সাথে ব্যাকরণবিদ, কবি ও গদ্যকার। তিনি ছিলেন প্রতিটি শাস্ত্রেই ইমাম। স্বল্পভাষী ভাবগাম্ভির্যপূর্ণ। সালাম ছাড়া কথা খুব কমই বলতেন। অনেক পরহেযগার ও মুত্তাকী ছিলেন। নিজের ব্যাপারে দাবি-দাওয়া একেবারেই করতেন না। অনেক শুকরগুযার ছিলেন। আমাকে আমার শাইখ মাহমুদ—যিনি ছিলেন যুগের সাহিত্যের গুরু—তিনি বলেছেন : "আমি তার মত বড় সাহিত্যিক আর দেখিনি।" যার সাহিত্যের ব্যাপারে শাইখ মাহমুদের এই মন্তব্য তার সাহিত্যের জন্য আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। তিনি মুতানব্বীর এক কবিতার এমন সাহিত্য সমালোচনা করেছেন

যা জাহিয বা তার পর্যায়ের ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব।'

- তিনি আরও বলেছেন : 'আমি এমন তিন ব্যক্তির যুগ পেয়েছি যাদের সময়ে তাদের সমতুল্য কেউ ছিল না। এমনকি তাদের ১০০ বছর আগেও কেউ ছিল না। তারা হলেন, ইবনু তাইমিয়া, ইবনু দাকীকিল ঈদ ও তাকীউদ্দীন সুবকী রাহিমাহুল্লাহ।' (*আয়ানুল আসর* : ১/২৫২)
- তিনি আরও বলেছেন : 'তার কবিতা ছিল অলংকারপূর্ণ বিশুদ্ধ শব্দ ও সুসংযত সাবলীল বাক্যে গাঁথা এবং সুমিষ্ট ছন্দবদ্ধ ও কাব্যরসে ভরপুর।' (*আলওয়াফী লিল ওফায়াত* : ৪/১৩৮)
- ইসনাবী রাহিমাহুল্লাহ (৭৭২ হি.) বলেছেন : 'তার যমানায় তার মতো কেউ এত প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। ইস্তিমবাতের যোগ্যতায় তার সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি ছিলেন কোনো দ্বিমত ছাড়াই তার যুগের একক ব্যক্তিত্ব। বাগ্মিতার সাথে সাথে তার ইলম আমল ও যুহুদের পূর্ণতার ব্যাপারে সকলে ছিল একমত।' (*তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ* : ২/২২৭)
- ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ (৭৭৪ হি.) বলেছেন : 'তার সময়ে ইলমের নেতৃত্ব তার কাছেই ছিল। তালিবে ইলমরা তার কাছ থেকে ইলম হাসিলের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সফর করত। তিনি স্বল্প শব্দে অনেক উপকারী কথা বলতেন। দীনদারী ও স্বচ্ছতার সাথে সাথে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি চমৎকার কাব্য রচনাও করতেন।' (*আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১৪/২৭)
- তিনি আরও বলেছেন : 'ইলমে, আমলে, যুহুদ ও তাকওয়ায় তিনি ছিলেন যুগের সবচেয়ে বড় আলিম। বয়স হয়ে যাওয়া ও কাযার দায়িত্ব আসার পরও রাত দিন ইলম নিয়েই মাশগুল থাকতেন। তিনি অনেকগুলো ইলমে মাহির ছিলেন। বিশেষ করে ইলমে হাদীসে তার ছিল পূর্ণ দক্ষতা। এই শাস্ত্রে তিনি সমসাময়িক সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।' (*তাবাকাতুশ শাফিইয়্যীন* : ৯৫২)
- যারকাশী রাহিমাহুল্লাহ (৭৯৪ হি.) বলেছেন : 'তার মাধ্যমেই উসুলে ফিকহের তাহকীকী ব্যক্তিত্বের ইতি হয়েছে।' (*আল বাহরুল মুহীত* : ১/৮)
- ইবনুল মুলাক্কিন (৮০৪হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : 'তিনি হলেন তার

সময়ের সবচেয়ে বড় আলিম। ইলম, আমল, খোদাভীরুতায় তিনি ছিলেন তাদের সকলের উর্ধ্বে। একাধিক শাস্ত্রে তিনি দক্ষ ছিলেন। বিশেষ করে উলুমুল হাদীসে। তিনি ছিলেন তার শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম আলিম।' (*আলইকদুল মুযহাব ফী হামালাতিল মাযহাব* : ১৭৫)

- ইবনু নাসির দিমাস্কি রাহিমাহুল্লাহ (৮৪২ হি.) বলেছেন : 'তিনি হলেন শাইখুল ইসলাম। সঠিক ও সুন্দর সমাধান দানকারী ফকীহ, হাফিযে হাদীস এবং সকল ফুকাহা ও মুহাদ্দিসগণের আস্থার স্থল। তার কোনো দৃষ্টান্ত নাই। একবার তার আলোচনা শুনে, ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন—"আমার ধারণাই ছিল না আপনার মতো কাউকে আল্লাহ এখনো সৃষ্টি করেছেন।"' (*আরদ্দুল ওয়াফির* : ৫৯)
- আবদুল আযীয দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ (১২৩৯ হি.) বলেছেন : 'অধিকাংশ মুহাক্কিক আলিম এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন, সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে তার যুগ পর্যন্ত এমন কেউ আসেনি যে হাদীসের ব্যাখ্যায় তার মত সূক্ষ্ম অর্থ ও আশ্চর্যজনক চমৎকার আলোচনা করতে পেরেছে।' (*বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন*, আরবী : ২৫৪)

আরও অনেকেই ওনার স্তুতি গেয়েছেন। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে বিধায় এখানেই ক্ষ্যান্ত হলাম।

তিনি ছিলেন যুগের মুজাদ্দিদ

সফাদী রাহিমাহুল্লাহ (৭৬৪ হি.) বলেন : 'তিনি ছিলেন ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা সপ্তম শতাব্দীতে পাঠিয়ে ছিলেন দীনের তাজদীদের জন্য।' (*আয়য়ানুল আসর* : ৪/৫৭৭)

তাজুদ্দীন সুবকী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : 'আমি এমন কোনো শাইখ পাইনি যার এ ব্যাপারে দ্বিমত ছিল যে তিনি ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ।' (*তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতুল কুবরা* : ৯/২০৯)

তিনি ছিলেন মুজতাহিদ

কামালুদ্দীন আদফুবী রাহিমাহুল্লাহ (৭৪৮ হি.) বলেছেন : 'তার নামের সাথে বাকিয়্যাতুল মুজতাহিদীন লিখে তা পাঠ করলে তিনি চুপ থাকতেন। এতে বুঝা যায় তাকে মুজতাহিদ বলার ব্যাপারে তার সমর্থন ছিল। আর বাস্তবেও

কেউ উনার আলোচনা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে তার কাছে প্রতিয়মান হবে যে পূর্ববর্তী কিছু মুজতাহিদ থেকেও তিনি অধিক জ্ঞানী ও বড় মুহাক্কিক ছিলেন।' (*আত তলিউস সাঈদ* : ৫৬৯)

ইবনু রুশাইদ রাহিমাহুল্লাহ তাকে বাকিয়্যাতুল মুজতাহিদীন বলেছেন। (*মিলউল আইবা* : ৫/৩২৫)

তুজীবী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : 'তিনি ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছেছিলেন বা কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন।' (*মুসতাফাদুর রহিলা* : ১৬)

ইসনাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : 'তিনি ছিলেন খতিমাতুল মুজতাহিদীন।' (*তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ* : ২/২২৭)

তাজুদ্দীন সুবকী রাহিমাহুল্লাহ (৭৭১ হি.) তাকে মুজতাহিদে মুতলাক বলেছেন। (*তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতুল কুবরা* : ৯/২০৯)

ইয়াফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ (৭৬৮ হি.) বলেছেন : 'বলা হয় তিনি ছিলেন আখিরুল মুজতাহিদীন।' (*মিরআতুল জিনান* : ৪/২৩৬)

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : 'তিনি হলেন হাদীস, ফিকহ ও ইজতিহাদের জন্য জরুরি সকল শাস্ত্রে একজন দক্ষ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি।' *(রফউল ইসর আন কুযাতি মিসর* : ৩৯৪)

সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : 'তিনি ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছে ছিলেন।' (*হুসনুল মুহাযারা* : ১/৩১৭)

এছাড়াও আরও অনেকে তাকে মুজতাহিদ বলেছেন।

ইবনু দাকীকিল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ'র জীবনের কিছু শিক্ষণীয় দিক

- **তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। হিসেব করে কথা বলতেন। তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলতেন।**

তিনি বলেছেন : 'আমি যা কিছুই বলেছি এবং যা কিছুই করেছি এর জন্য একটি জবাব প্রস্তুত রেখেছি।' (*আয়ানুল আসর* : ৪/৫৮৩, *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতুল কুবরা* : ৯/২১২, *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ* লিইবনু কাযী শুহবা : ২/২৪)

তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'ইবনু তাইমিয়া কেমন?' উনি বললেন, 'তিনি বড়

মুখস্থ শক্তির অধিকারী।' বলা হল, 'তাহলে আপনি যে তার সাথে বেশি কথা বলেন না?!' তিনি জবাব দিলেন, 'তিনি কথা বলতে পছন্দ করেন। আর আমি চুপ থাকতে পছন্দ করি।' (*আর রদ্দুল ওয়াফির* : ৫৯)

ইবনু সাইয়্যিদিন্নাস (৭৩৪হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : 'তিনি তার যবানকে হিফাযাত রাখতেন। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ইলম অর্জনে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। কেউ যদি চাইত তার কথা গণনা করবে তাহলে গণনা করতে পারত।' (*আত তলিউস সাঈদ* : ৫৭০, *তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতুল কুবরা* : ৯/২০৯)

সফাদী (৭৬৪হি.) রাহিমাহুল্লাহ ও ইবনু হাজার (৮৫২হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন : 'তিনি আলোচনায় তর্কের পথ এড়িয়ে চলতেন। যা বলতেন শান্তভাবে বলতেন। দ্বিতীয় বার কেউ আর জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেত না।' (*আয়নুল আসর* : ৪/৫৮০; *আদদুরারুল কামিনা* : ৫/৩৪৯)

❁ তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাবধানী। নিশ্চিত হওয়া ছাড়া কোনো রিওয়ায়াত করতেন না।

তার সবচেয়ে প্রবীণ শাইখ ছিলেন ইবনুল মুকাইয়্যির। তিনি তার থেকে রিওয়ায়াত করতেন না। কারণ তার সন্দেহ ছিল যে তার থেকে হাদীস শ্রবণের সময় হয়ত তার কিছুটা তন্দ্রা এসেছিল।

কুতবুদ্দীন হালাবী (৭৩৫হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেন : 'আমি তার কাছে হাদীসের একটি জুয (সংকলন) নিয়ে আসলাম, যা তিনি শুনেছিলেন এবং এর তাবাকাতুস সামা (হাদীস শ্রবণের মজলিসের বিবরণ) তার হাতেই লিখিত ছিল। আমি তার থেকে সেই জুযটি শুনতে চাইলাম। তিনি বললেন, "আচ্ছা আমি যাচাই করব।" পরে তার কাছে আবার গেলে তিনি বললেন, "হাতের লেখা তো আমারই। কিন্তু আমি যে শুনেছি তা নিশ্চিত মনে করতে পারছি না।" কুতবুদ্দীন হালাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এই কারণে তিনি আর আমাকে সেই জুযটি রিওয়ায়াত করেননি।' (*মুজামুশ শুয়ুখিল কাবীর* : ২/২৪৯; *আদদুরারুল কামিনা* : ৫/৩৪৯)

ইবনু রুশাইদ (৭২১হি.) রাহিমাহুল্লাহ বলেন : 'তিনি তার শ্রবণকৃত অনেক হাদীস রিওয়ায়াত করতেন না এই ভয়ে যে, হয়ত শুনার সময় উনার বয়স কম ছিল। অথবা হাদীস পাঠকারী পড়তে গিয়ে ভুল পড়েছিল বা দ্রুত পড়তে